গীতাংশুক

শ্রীমমতা মিত্র

গীতাংশুক

শ্রীমমতা মিত্র

দাম এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বিচিত্রা নিকেতন লিঃ
২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৪৩

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীমতী মনীষা ও শ্রীমতী আরতি দত্ত

প্রাণ-প্রতিমাসু—

সূচী

গীতাংশুক

১

তুমি আমার কল্পনা যে—
স্বপন অভিনব,
তোমার মাঝে হারিয়ে গিয়ে
সফল আমি হব।
আমার প্রাণের পুলক-রাশি
হবে তোমার মুখের হাসি ;
বন্ধু, তোমার দুটি চোখের
দৃষ্টি হ'য়ে রব।

গীতাংশুক

কবিতা-ফুল অর্ঘ্য হ'য়ে
পড়্‌বে তোমার পায়ে,
গীতাংশুক যে যতন ক'রে
জড়াব ওই গায়ে।
কণ্ঠে তোমার হব গো সুর,
চিত্তে হব আবেশ মধুর ;
জীবন মরণ দুল্‌বে আমার
চলার ছন্দে তব।

২

পরাণ তব রইল ঘিরে
কঠিন আবরণ,
কী আছে ওর অন্তরালে
জান্‌তে যে চায় মন।

কতই ঠেলি দুয়ারে ওই—
আগল তবু খুল্‌ল গো কই?
হৃৎ-মৃণালে প্রাণের কমল
নিদ্রা-অচেতন।

ব'ল্‌তে চাহি যে বাণী তাই
যত্নে আবার ঢাকি,
দেখ্‌ব ব'লে চাইতে গিয়ে
লাজে ফিরাই আঁখি।

হে প্রিয়, আজ শুভক্ষণে
প্রীতির মুকুল ফুটুক মনে,
আমার প্রাণে মিলাও তোমার
প্রাণের পরশন।

৩

মনের কথা মন-মহলে
লুকানো যে রইল না,
হিয়ার মণি হৃদয় মম
বইল না রে বইল না।
কেমন ক'রে গোপন বাণী
নয়ন তোমার নিল টানি',
আমার নিধি আমারে আর
সোহাগে তো সইল না,—
লুকানো যে রইল না।

সাতরাজারি মাণিকটিরে
রেখেছিলেম অন্তরে,
লীলা ভরে নিলে তারে
মোহন তোমার মন্তরে।
হৃৎ-কমলের পাপ্‌ড়ি খুলে
তোমারি ওই শ্রবণ-মূলে
সুধায় ভরা কথাটি কি
তোমারে সে কইল না?
লুকানো যে রইল না।

৪

তোমার কাছে, বন্ধু, আমি
চির-নূতন রব,
ক্ষণেক তরে অবসাদে
ভ'র্ব না মন তব।

শরৎ যেমন খাম্‌খেয়ালী
এক ভাবেতে রয় না খালি,—
তেম্‌নি আমি নিত্য-নবীন
লীলা-চপল হব।

বুঝ্‌তে তুমি পার্‌বে না তো
কী রবে মোর মনে,
থাক্‌ব ঢাকা রহস্যেরি
নিবিড় আবরণে।

আলো ছায়ার মোহন মায়ায়
রব ঘিরে সদাই তোমায়,
রোজ প্রভাতে দেখ্‌বে তুমি
মূরতি মোর নব।

৫

ঘুমিয়ে আছ তুমি যে আজ
সুখের শয়ন পাতি',
আমি এম্‌নি ক'রে তোমার দ্বারে
জাগ্‌ব সারা রাতি।

ঘুমের ঘোরে ওই অধরে
হাসির কুসুম ফুট্‌লে পরে
তাই দিয়ে গো স্বপন-মালা
যত্নে লব গাঁথি'।

বিবশ হ'য়ে চাঁদের আলো
লুটায় আঙিনায়,
বিভল বাতাস সকল দেহে
পরশ ক'রে যায়।

বারেক তরে জান্‌বে নাক'
কারে তুমি জাগিয়ে রাখ,
নিদ্রাহারা নয়নে কার
জ্বলে প্রেমের ভাতি

৬

তোমার কাছে গোপন ক'রে
কিছুই নাহি রাখ্‌ব,
যেমন আমি তেম্‌নি রূপে
পাশে তোমার থাক্‌ব।
আমায় তুমি দেখ্‌তে পাবে
দোষে গুণে এম্‌নি ভাবে—
অন্ধকারের আবরণে
হৃদয় নাহি ঢাক্‌ব।

মুকুলিত জীবন মম
দিলেম পায়ের 'পরে,
খোল, খোল পাপ্‌ড়ি তাহার
এক্‌টি এক্‌টি ক'রে।
আপন হ'তে দিনে দিনে
আমায় তুমি লবে চিনে,
তোমার প্রীতির পরাগ আমি
সকল দেহে মাখ্‌ব।

৭

পরাণ-পুরে যে সাধ-মুকুল
　　　　পাপ্‌ড়ি মেলে তার
আজ নিশীথে, বন্ধু, তোমায়
　　　　জানাই বারেবার।

প্রিয়, তুমি আমার দিকে
চাও হে যদি অনিমিখে—
　　　　দৃষ্টি আমার দেখ্‌বে কেবল
　　　　　　আঁখির কিরণ-ধার॥

চিত্ত মম তৃষায় আকুল
　　　　মধুর সোহাগ লাগি',
তোমারি কর-পল্লবেরি
　　　　পরশ শুধু মাগি।

জ্যোৎস্না লুটায় এই কাননে,
স্নিগ্ধ মায়া ঘনায় মনে ;
　　　　বন্ধু, খোল গোপন তোমার
　　　　　　মন-মহলের দ্বার॥

৮

ফিরায়ে মুখ থেকো না আর
নিবিড় অভিমানে,
তোমায় আমি দিলেম কিবা
বল্‌ব মৃদু তানে।
মূল্য দিয়ে উজল বরণ
দিই নি তোমায় মাণিক রতন,—
দিলেম এঁকে হৃদয়খানি
মোহন গানে গানে।

কেউ জানে না তোমার তরে
কী ধন আমি আনি,
তোমার কথায় উঠ্‌ল ভ'রে
আমার কাব্যখানি।
জ্বালিয়ে হিয়ার গন্ধ-ধূপে
আঁকি তোমায় নানান্ রূপে—
সেই নিধি মোর অঞ্জলি যে
বল্‌ব কানে কানে।

৯

দূরে যত যাও গো স'রে
নিকট তোমার ততই হই,
প্রাণ মিশেছে তোমার প্রাণে—
ফাঁকি দিতে পার্‌লে কই?
কাছে থেকে চোখ ভুলালো
তোমার উজল আঁখির আলো,
তখন কিছু চাই নি যে আর
শুধু তোমার পরশ বই।

নিকষ কালো মেঘের কোলে
আলোক-লতা লুকিয়েছে,
নাই রে পাশে সে আজ যে-জন
নয়ন আমার ভুলিয়েছে।
হ'য়েছে শেষ চোখের খেলা,
এল প্রাণের মিলন-বেলা—
পেয়েছি যে নিবিড় ভাবে,
আর তো আমি রিক্ত নই।

১০

এদিক ওদিক যাস্ নে কেবল—
কেমন খোকা তুই,
আয় রে কাছে—সোহাগে তোর
কোমল তনু ছুঁই।
ডাগর দু'টি কমল চোখে
মিষ্টি চেয়ে ভোলাস্ লোকে,
তোর হাসিতে ঝ'রে পড়ে
বকুল বেলা যূঁই।

ঊষার প্রথম কিরণ-কণা
তুই কি মোদের ঘরে?
মায়ের কোলে এলি রে তুই
কোন্ দেবতার বরে?
ভাব্না জাগে মনের মাঝে
এই দেখি এই দেখি না যে—
সোয়াস্তি নাই দিনে রাতে;
কোথায় তোরে থুই?

১১

পাঠালে কোন্ সুদূর হ'তে
আজি আমার দ্বারে
তরুণ তোমার প্রাণের ভীরু
লাজুক বাসনারে।
থাকি' আঁখির অন্তরালে
অন্তরেতে দীপ কে জ্বালে?
ভকতি-ফুল কে গো আমায়
দিলে অঝোর ধারে?

চাঁপার গন্ধে মাতাল দিনে
হঠাৎ-পাওয়া নিধি—
তুমি আমার ভাইটি চাঁপা,
আমি পারুল দিদি।
মধুর তোমার আবেদনে
ঘনায় হরষ আমার মনে,
উছল স্নেহে তোমারে "ভাই"
ডাক্‌ছি বারে বারে।

১২

কালো গগনের বক্ষ ভেদিয়া
দামিনী চমক হানে,
মত্ত বাতাস কোন্ বিরহীর
বেদন বহিয়া আনে।
তরুণী তটিনী আজি চঞ্চল,
কেঁপে কেঁপে জাগে ঢেউ উচ্ছল,
গভীর রজনী—আঁধার অতল
বিরাজিছে সবখানে।

কত যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা
অশ্রু আকারে, হায়,
মেঘ-দল হ'তে পড়িছে ঝরিয়া
আজি ধরণীর পায়।
এ-ঘোর নিশীথে শুনি কিঙ্কিণী,
কে গো নদী-কূলে এলে একাকিনী ?
কলস ভাসায়ে হে অভিসারিনি,
কোথা যাবে কার টানে ?

১৩

গেলে তুমি বাদল রাতে
উতল সমীরণে,—
জান্‌লে না কী বাদ্‌লা ক'রে
ছিল আমার মনে।

অন্ধকারের বক্ষখানি
আমার বেদন বইল জানি,
ব্যথায় মম মেতেছে রাত
আকুল বরষণে।

সেদিন্‌কারের দুঃখ আজি
স্বর্ণ হ'ল কি রে?
চাঁদের আলো হেসেছে ওই
নিশার তিমির চিরে।

হৃদয়-পুরের সাত-মহলে
লক্ষ পুলক-মাণিক জ্বলে,
বরণ ক'রে নিলেম তোমায়
চিত্ত-সিংহাসনে।

১৪

গভীর রাতে টুটিল ঘুম—
নয়ন মেলি' জেগে
শুনেছি ওই গগন মাঝে
মাদল বাজে মেঘে।

কে যেন এই বৃষ্টি-জলে
নাচেরি সুর বাজিয়ে চলে,
ছন্দে তা'রি চিত্তে মম
লাগিল দোল বেগে।

বারিধারার পরশ লাগে
কদম-কেয়া-বুকে,
ভিজে মাটির গন্ধখানি
আকুল হ'ল সুখে।

নিবিড় ঘন শ্রাবণ-রাতে
স্বপন নামে আঁখির পাতে,
হরষ জাগে হৃদয়-তলে
সজল বায়ু লেগে।

১৫

বাদল শেষে শরৎ বুঝি
এসেছে আজ প্রাতে,
পূরব-লোকে দুয়ার খোলে
রবি আপন হাতে।

রাতের ঘন আঁধার টুটি'
সোনার আলো উঠ্‌ছে ফুটি',
নবীন বেশে নিখিল-ধরা
বিপুল সুখে মাতে।

শয়ন পাতে শিউলিগুলি
সবুজ তৃণ-কোলে,
বনেরি ওই আঁচলখানি
শিশির-ভরে দোলে।

যে-জন আছে সুদূর-পুরে
তাহার লাগি' পরাণ ঝুরে,
উদাস মম নয়ন দু'টি
মগন বেদনাতে।

১৬

আজ অমল স্নিগ্ধ সুনীল বরণ
আকাশ দেখি যে,
কে সুন্দরী আলস ভরে
আঁচল বিছিয়েছে।

শুভ্র শুচি মেঘের মেলা
দেখ্‌ছি যে রে সারা বেলা,
ওই আঁচল-ঝরা রশ্মি-রাশি
নয়ন ভুলিয়েছে।

ও হাস্‌লে পরে মাণিক কুড়োয়
মত্ত ধরণী,
ওর অভিমানে মুক্তো ঝ'রে
ভেজায় সরণী।

খেয়ালী ও জানিস নাকি ?
আপ্‌নাকে সে রয় না ঢাকি',
ও শরৎরাণী হাসির আমেজ
ওষ্ঠে ফুটিয়েছে।

১৭

শিশির-ভেজা চরণ ফেলে
কনক-রঙা আঁচলখানি
লুটিয়ে ভূঁয়ে কে আজ এলে ?

অরুণ-আলো সোহাগ ভরে
তরুণ তৃণ পরশ করে,
সলিল ভারে অলস নদী
বইছে ধীরে উজান ঠেলে ।

বিদায় নিল বাদল আজি,
ধরার দ্বারে শরৎ এল
ভরিয়া তা'র ঋতুর সাজি ।

শেফালি আর কাশের রাশে
অমল মিঠা সমীর ভাসে,
সুনীল বেশে গগন চাহে
বৃষ্টি-ধোয়া নয়ন মেলে ।

১৮

ওরে কারে দেখে শারদ-প্রাতে
ফুল্ল ধরণী,
এই ঘাটে কার ভিড়েছে আজ
সোনার তরণী।
তারি রাঙা পায়ের আল্‌তা-রাগে
মুগ্ধ ভুবন আজ যে জাগে,
পরশে ওর সরস হ'ল
সকল সরণী।

ওগো নয়ন দু'টির আলো সবার
ভোলায় আশঙ্কা,
হাতে দশ প্রহরণ নয় রে—ও যে
জয়েরি ডঙ্কা।
ওরই হাসির কিরণখানি
কইছে কানে আশার বাণী,
ওযে শরৎ-কোলে পায় রে শোভা
হিরণ-বরণী।

১৯

শরৎ-প্রাতে আলোক ফোটে
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে,
শিউলি তারি বরণ লাগি'
আল্‌পনা যে আঁকে।
সোনার আলো অঙ্গে মেখে
কে ওই আসে সুদূর থেকে—
দেখ্‌না চেয়ে নাম ধ'রে ও
তোরেই যে রে ডাকে

রবির আলো চমক হানে
দু'টি নয়ন-পাতে,
জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি
দু'খানি ওর হাতে।
দু'ধারে ফুল ফুটিয়ে চলে,
আশার বাণী ওই তো বলে,
অর্ঘ্য দে রে চরণে ওর
আজিকে আপ্‌নাকে।

২০

শারদ মধু-সাঁঝে মনোমাঝে তুমি জানি
মোহন নব আশা ভালবাসা দিলে আনি'।
নয়ন ঘিরে তব অভিনব আছে মায়া—
আমার দু'টি আঁখি নিল মাখি' তারি ছায়া।
নিমেষ হ'য়ে হারা আঁখি-তারা বলে বাণী,—
মোহন নব আশা ভালবাসা দিলে আনি'।

মনের কথা কত অবিরত ফেলে শ্বাস,
হয় না সে যে তবু মুখে কভু পরকাশ।
তোমার আঁখি দু'টি আছে ফুটি'—ঢালে আলো,
সোহাগ দেয় স্নেহে মোর দেহে—বাসে ভালো।
ভাষা যে নাহি চলে, আঁখি বলে কথাখানি,
রঙিন নব আশা ভালবাসা দিলে আনি'।

২১

হেমন্তেরি ধূসর সাঁঝে
নতুন পথে চলি,
যাবার বেলায় বন্ধু, তোমায়
একটি কথা বলি,—

ছিলে আমার মনের মাঝে
সেই কথাটি জান্‌লে না যে,
দেখ্‌লে না তো দিয়েছিলেম
প্রাণেরি অঞ্জলি।

অনেক কিছু বোঝার ছিল
লও নি তুমি বুঝে,
মনের কথা চোখের কোলে
পেলে না হায় খুঁজে।

বিদায়-দিনে চুপে চুপে
দিলেম হৃদয় অর্ঘ্যরূপে,
হয়তো নিজের অগোচরে
যাবে গো তা'য় দলি'।

২২

একৃটি দু'টি ক'রে তোমার
হোক্ না বাতি জ্বালা
কোমল হাতে আজ্‌কে সাঁঝে
উজাড় ক'রে ডালা।
গৃহের দ্বারে আঙন 'পরে
সাজাও বধূ যতন ভরে
গগন-বুকে তারার মত
শোভন আলো-মালা

আজ নিশীথে আঁধার যেন
না রয় কোনখান,
সকল কোণে ফিরিয়ে আঁখি
প্রদীপ কর দান।
দীপান্বিতা আজ যে ফিরে,
জ্বালাও আলো জ্বালাও ধীরে,
তামসী-রাত উজল রূপে
উঠুক হ'য়ে আলা।

২৩

নিশীথে চলে হিমেল-বায়,—
চামেলি-বাস-বিভোল রাতি
স্বপনে কী যে কহিতে চায়!

তোমারে দেখি' ঘুমের মাঝে
ঘরেতে মন রহিল না যে,—
কে যেন মোরে ডাকিল "আয়"।

তাই তো তব দুয়ার-তলে
জানাতে চাহি গোপন কথা
বীণার তারে গানের ছলে।

খোল গো দ্বার, খোল গো খোল,
আমার পানে নয়ন তোল,
আবেশ-ভরা নিশি যে যায়!

২৪

আজ ফাগুনের পূর্ণিমাতে
এল আবার দোল,
সরম ভুলে, হৃদয় আমার,
ঘোম্‌টাখানি খোল্‌।
আবীরে আর কুঙ্কুমেতে
শিথিল হিয়া উঠ্‌ল মেতে,
এই ধরণীর চিত্ত-বীণা
ব'ল্‌ছে শোন্‌ কী বোল।

সব রমণী লাগায় যে রঙ
প্রিয়জনের গায়ে,
আমি দিলেম প্রাণেরি রঙ
আমার প্রিয়ের পায়ে।
পেয়ে যাহার প্রেমের পরশ
পরাণ মম রঙিন সরস—
তারি চরণ মন রে আমার
রাঙিয়ে আজি তোল্‌।

২৫

দিন-শেষে রবি নিলে ছুটি
সন্ধ্যার অঞ্চল-ছায়ে
ঘুম ভেঙে মোরা সবে উঠি।

হর্ষের রসাবেশে মাতি'
সব মনে মায়া-জাল গাঁথি,
বিশ্বের অঙ্গনে গন্ধের সম্ভার
আনি মোরা বন্ধন টুটি'।

মধু-ভার হৃৎ-কোষে রাখি'
দিন-ভর নিদ্রায় থাকি।

চঞ্চল চৈতালী নিশি
মন্থর হয় বাস মিশি',
কলি মোরা হাস্নুর সৌরভে ভরপূর
নিখিলের অন্তর লুটি।

২৬

আজ্‌কে আমার ফুল-কাননে
দখিন হাওয়া বয়—
পাবে সে কি যূথী বেলার
প্রাণের পরিচয় ?
নীলাকাশে তারায় তারায়
যে কথা হয় নীরব ধারায়—
সেই বারতা জাগায় নেশা
আমার চিত্তময়।

রূপালি রঙ মেখে কে আজ
আলোর মুঠি হানে ?
এমন রাতে মনের কথা
কইব তোমার কানে।
আজ্‌কে প্রিয়, এই নিরালায়
রব কেবল তোমায় আমায়,
লব বুঝে প্রাণে তোমার
লুকিয়ে কী যে রয়।

২৭

তুমি তো মগন ছিলে

আপন ধ্যানের মাঝে,

কার আগমনী আজ

সহসা হৃদয়ে বাজে ?

একে একে মেলে দল

তব প্রাণ-শতদল,

কারে স্মরি' মুখ তব

রাঙা হ'ল মধু-লাজে ?

পুণ্য তিথি যে আজ

মিলনের কথা আনে,

স্বপন-জড়ানো আঁখি

তোল ধীরে ওর পানে।

কত না দিবস ধ'রে

কামনা ক'রেছ ওরে,

সেই এল দ্বারে তব

অতুল মোহন সাজে।

২৮

আজ কী আবেশ হেরি তোমার
বিভোল ছু' চোখে ?
চিত্ত-তলে রক্ত-ধারা
উতল পুলকে।
আজিকে কোন্ উৎসবেতে
সাজ্‌লি মালায় চন্দনেতে,
কুসুম শোভে কাজল-কালো
শিথিল অলকে।

তরুণ-বুকে কিশোরী-প্রেম
ফির্‌ত গুঞ্জরি',
আজ্‌কে সে কার পরশ-আশায়
উঠ্‌ল মুঞ্জরি'।
যে ছিল তোর গোপন ধ্যানে
তারেই বধূ, পাবি প্রাণে,—
সলাজ নয়ন তুলিয়া দেখ্
অতিথ এল কে।

২৯

কুসুম-ছাওয়া পথ দিয়ে আজ
আয় গো বধূ আয়,
আল্‌তা-পরা পায়ের পরশ
পড়ুক্ আঙিনায়।
অচিন-ঘরে নবীন এলে
প্রাণে আশার প্রদীপ জ্বেলে,—
সে ভবনে বহাও তুমি
দক্ষিণেরি বায়।

ঘুম-দেশেরি রাজকুমারী
নিদ্রা-মগন ছিলে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কে ও
জাগিয়ে আজি দিলে?
জন্ম জন্ম কতই ও যে
কাটাল গো তোমার খোঁজে—
কোমল রঙিন চোখে সে আজ
তোমার পানে চায়।

৩০

পরশনে কার কোমল কমল সম
মেলিয়াছে দল সকল হৃদয় মম।
এ কি সুধা ঝরে
মোর প্রাণ 'পরে।
নিখিল ধরণী লাগে চোখে নিরুপম।

রহি' রহি' আজি আমার পরাণ মাঝে
পুলক-মধুর আগমনী কার বাজে।
যে ফিরেছে খুঁজি'
সেই আসে বুঝি
জীবন-মাঝারে জীবনের প্রিয়তম।

৩১

এলে তুমি জীবনে মোর
পরম বরণীয়,
হৃদয় মম প্রণমে ওই
চরণ রমণীয়।
মানস-লোকে মিলিয়ে ছিলে—
রূপ ধ'রে আজ দেখা দিলে ;
পরাণ হ'তে বাহির হ'য়ে
এলে পরাণ-প্রিয়।

চাঁদের আলো বসন হ'য়ে
জড়িয়ে তোমায় ধরে,
মধ্য দিনের তপন হ'ল
কিরীট ললাট 'পরে।
বসন্তেরি লাবণ্য যে
ঘুরে ফিরে তোমায় খোঁজে,—
মুগ্ধ আমি তোমার রূপে
অনির্ব্বচনীয়।

৩২

আজি সব ভোলো, ভোলো,
নিমীল নয়ন-পাতা
ক্ষণেকের তরে খোলো।

অবগুণ্ঠনখানি
মন হ'তে ফেলো টানি',
মরমের কথা তব
কানে কানে আজি বলো।

যত কথা আছে মনে
আভাস ফুটুক্ তার
ওই দু'টি আঁখি-কোণে।

নয়নের জলে মিশি'
গেছে কেটে কত নিশি,
আঁধার জীবন মম
আলো দিয়ে ভ'রে তোলো

৩৩

অমন ক'রে চেয়ো না ওই
মোহন আঁখি-কোণে,
আড়াল কর প্রদীপখানি,
সরম লাগে মনে।

নিভিয়ে ফেল নিলাজ আলো,
আঁধার মাঝে ফুট্‌বে ভালো
নিলীন আছে যে-কথাটি
আমার হৃদয়-বনে।

যে বাণী মোর প্রধান হ'য়ে
হিয়ার মাঝে জাগে—
আলো তারে ঢাক্‌তে চাহে,
আঁধার তারে মাগে।

উজল বাতি নিভে গেলে
পরাণখানি ধ'র্‌ব মেলে,
অন্ধকারে মনের কথা
শুনো সঙ্গোপনে।

৩৪

সহসা যেটুকু কাছে এসে পড়ে
জেনেছি তুচ্ছ নয়,
তনু মন ঘিরে মধুর পুলকে
অমৃতের ধারা বয়।
এই যে কেমনে তোমার আঙুলে
অঙ্গুলি মম জড়ায়েছে ভুলে,—
সে পরশ তব পরাণে আমার
করে মোহ সঞ্চয়।

যে কথা মনের কোরকেতে ছিল—
হয় নাই পরকাশ,
তব আঙুলের ঈষৎ ছোঁয়াতে
আজি সে যে পেল ভাষ
যে বাণী ফোটে নি অধরে কখন,
পাছে দেখ ভয়ে তুলি নি নয়ন,
সে বারতা সাথে সহজে আজিকে
হ'ল তব পরিচয়।

৩৫

যেমন আছ নীরব হ'য়ে
এই তো প্রিয় ভালো,
শুধু নয়ন হ'তে নয়নে মোর
প্রীতির কিরণ ঢালো।
নাই বা তুমি ব'ল্‌লে বাণী,
তবু বুঝ্‌ব তোমার চিত্তখানি,
নীরবতার অন্ধকারে
পাব উজল আলো।

কথায় শুধু বাড়ে তিয়াস—
মন যে ভরে নাকো,
প্রাণের কথা ঢাকি প্রাণে,—
তুমিও তারে ঢাকো।
এই যে আছ আমার পাশে
আনন্দে আজ হৃদয় হাসে,
সকল কথাই নিলেম বুঝে,
ঘুচ্‌ল মনের কালো।

৩৬

ও বন্ধু গো আমার,
খেয়াল মত বাজাও মম
পরাণ-বীণার তার।

জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিলে
অসাড় জীবনে,
তাই তো আবার ফুট্‌ল আলো
আমার ভুবনে।

আশা-মুকুল নতুন ক'রে
জাগে মনের ধার,—
রঙ ধরালে প্রাণের 'পরে
তুমি দোসর-সার।

৩৭

তোমায় আমায় অনাদি-কাল
এম্‌নি পরিচয়,
প্রণয়-ধারা আমার বুকে
ফল্গু সম বয়।

কী ধন বহি মনের মাঝে
বাইরে কেহ জানে না যে ;
"এত পুলক কিসের তরে"
বন্ধুজনে কয়।

রূপে রসে ভরা ফাগুন
সবার মুখে শুনি,
কেউ জানে না বক্ষে মম
বাজে কী ফাল্গুনী।

গোলাপ রঙিন লোকে বলে—
চিত্তে আমার যে প্রেম জ্বলে
তাহার রঙে রাঙা গোলাপ
মানে পরাজয়।

৩৮

আলোক লভি' সূর্য্যমুখী
চায় রে চোখ,
প্রিয়ের ছোঁয়ায় উজল তাহার
মরম-লোক।
তোমার আঁখি তেম্‌নি ক'রে
আলোয় আমায় দিক্ না ভ'রে,
কাটুক্ নিশা,—হৃদয়-পুরে
প্রভাত হোক্।

অন্ধকারে করে ভুবন
আলোর ধ্যান,
ফুট্‌লে উষা সবিতা দেয়
নতুন প্রাণ।
তেম্‌নি তোমার আবির্ভাবে
কিরণে মন ছেয়ে যাবে,
স'র্‌বে দূরে সকল তিমির
দুঃখ শোক।

৩৯

চারু চামেলি-রাশি
মেলিছে আঁখি,
সুরভি-সুধা মোরে
যায় যে ডাকি'।
নিখিল-হিয়া-পাতে
স্বপন-মালা গাঁথে,
আবেশ দেয় ও যে
নয়নে আঁকি'।

গন্ধ মাখি' বায়ু
পুলকে ফিরে,
মায়ায় ঘেরা রাতি
বাড়িছে ধীরে।
কব না আজি কথা,
মধুর নীরবতা,—
তোমার হাতে শুধু
হাতটি রাখি।

গীতাংশুক

দূর হ'তে বারে বারে

ছুঁয়ে সে যে যায় চ'লে,

চরণের ধ্বনিখানি

হিল্লোল বুকে তোলে।

আবেশ জাগায় প্রাণে,

নয়নে স্বপন আনে,

চকিত মধুর হাসি

সমুখে আমার দোলে

ভোরের আকাশে চেয়ে

তারি মুখ মনে জাগে,

রঙিন প্রভাতে যেন

তাহারি পরশ লাগে।

সুদূর বাঁশীর স্বরে

পরাণ কেমন করে,

বাতাসে দিয়েছে ধরা

যে কথা যায় নি ব'লে।

৪১

নয়ন-আড়ালে
যে বারি লুকানো আছে
তারি দুটি ফোঁটা
চাহি আমি তব কাছে।
ভরি' সারা মন
রবে অনুখণ
এমন কিছু গো
আজি মোর হিয়া যাচে।

তব পাশে থাকা
ফুরাবে আমার যবে
বেদনার দান
সম্বল হ'য়ে রবে।
ধন নিরুপম
সেই হবে মম
দুটি ফোঁটা জল
ফেলে যদি যাও পাছে।

৪২

আসিব ব'লে ওই যে বাঁকা
পথটি বেয়ে গেলে,
সেদিন হ'তে এইখানেতে
আছি নয়ন মেলে।

হয়তো যবে আসিবে ফিরে
আঁধার ঘন নামিবে ধীরে—
তাইতো আমি রেখেছি মম
প্রাণেরি দীপ জ্বেলে

সেই আলোতে দেখিতে পাবে
চেনা এ পথখানি,
আমার প্রেম কানে তোমার
কবে অভয়-বাণী।

সকল বেলা এমন ক'রে
মালিকা গাঁথি আশার ডোরে,
দিবস আসে, রজনী আসে,
তুমিই নাহি এলে।

৪৩

বন্ধু যদি না এল তো
বন্ধ কর দ্বার,
একলা ঘরে বিরহিনী
গাঁথ' অশ্রু-হার।
উজল দুটি নয়ন-দীপে
আশার আলো এল নিভে,
মোছ, মোছ কাজল-রেখা,
ছাড় অলঙ্কার ;
বন্ধ কর দ্বার।

ফাল্গুনেরি বাতাস কানে
কী কথা আর কয় ?
স্নিগ্ধ হেসে চন্দ্রমা যে
মিছেই চেয়ে রয়।
গন্ধ-ব্যাকুল পুষ্প-বীথি
রইল জেগে—কই অতিথি ?
জীবন-বনের পথেতে আজ
ব্যর্থ অভিসার,
বন্ধ কর দ্বার।

৪৪

(অনুবাদ)

এস প্রিয়ের ঘরে ঃ
আর কত বা থাকৃব বল চেয়ে পথের পরে ?
শঙ্কা কিছু নেই গো তোমার—রেখ না ভয় মনে,
তুমি এলে ভ'র্‌বে হৃদয় সুখের শিহরণে।
এ দেহমন দেব ডালি তোমার রাঙা পায়ে,
কাট্‌বে জীবন মোহন শ্যামের কমল-চরণ-ছায়ে
ও তার কোমল প্রেমের ছায়ে।

কাতর অশ্রু ঝরে ঃ
তুমি এলে উঠ্‌বে গো ঢেউ পুলক-সরোবরে।
বিলম্ব মোর সহে না যে—কাটে না দিন আর,
তোমার লাগি' ছেড়েছি সব—কাজল, তিলক, হার
অনন্ত এই সময় যেন নেইক' তুমি ব'লে,
জন্ম-জন্ম দাসী মীরা হিয়ার আগল খোলে
আজি বন্ধ আগল খোলে।

৪৫

থাম্‌ল গতি কোন্‌খানে তার,
বাঁধ্‌ল কোথায় ঘর ?
মনের মানুষ এক নিমেষে
উঠ্‌ল হ'য়ে পর।

অনেক হেসে, অনেক সেধে
প্রেমের রাখী দিলেম বেঁধে ;
ও তার মন-কুসুমে নাই পরিমল—
সইল না তাই ভর।

কে দেবে হায় সান্ত্বনা আর—
প্রাণ যে নাহি বোঝে,
অশ্রু-পাথার চোখের কোলে
মুক্তি আপন খোঁজে।

হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে,
তাই তো হিয়ার সুর থেমেছে,
সমুখে মোর মিলিয়ে আসে
স্বপ্ন-সরোবর।

৪৬

মিলিয়ে আছে নিরালা মোর
গোপন হিয়া মাঝে,
অনাদি-কাল সেথায় তারি
আসনখানি রাজে।
স্বপন কত, অগাধ আশা
আবেগ-মাখা সোহাগ-ভাষা—
সকল দিয়ে গড়েছি তায়
প্রভাতকালে, সাঁঝে।

রচেছি এই বুকের নিধি
নিত্য তিলে তিলে,
ভুবন খুঁজে উপমা তার
কোথাও নাহি মিলে।
দেখ্‌তে কেহ না পায় চোখে
কে আছে মোর মানস-লোকে,
আমিই জানি চিত্তে মম
মিলন-গীতি বাজে।

৪৭

সে নাই মেলিল চেতন-লোকে
হৃদয়-শতদল,
স্বপ্ন মাঝে মিলেছে তো
আমার কাম্য-ফল।
দিন যে তীব্র আলোক জ্বালে—
রয় না কিছু অন্তরালে,
প্রকাশ করে অন্তরেরি
গভীর অন্তস্তল।

আমি চাহি রহস্য যে
আলো ছায়ায় মেশা—
নয়ন মনে সেই তো আমার
জাগায় মদির নেশা।
তৃপ্তি এলে তৃষ্ণা পূরে—
তাই তো থাকি দূরে দূরে,
স্বপন-লোকে পাই যে তাহার
প্রেমের পরিমল।

৪৮

জানি মনে কাছে-পাওয়া
নয় তো বড় পাওয়া,—
দূর থেকে যে চিত্তে লাগে
তোমার প্রেমের হাওয়া।

কুঁড়ির বুকে গন্ধখানি
জাগে কখন নাহি জানি,
ফুট্‌লে কুসুম গন্ধ করে
স্বপ্নে আসা-যাওয়া।

তেম্‌নি ভালবাসার সুরভি আজ
জেনেছে মোর মন,
বুঝেছি যে হাওয়ায় ভাসে
তার গন্ধ অনুক্ষণ।

তারি সৌরভেতে অবিরত
চেতনা মোর মূর্চ্ছাগত ;
তাই তো আমার মন ভ'রেছে,
শেষ হ'য়েছে চাওয়া।

৪৯

চাও যদি গো দূরে দূরে
রাখ্‌তে আপনায়,
নিঃশেষে দান ক'র্‌তে যদি
চিত্ত নাহি চায়—

ক'র্‌ব না জোর, চাই না আমি,
নই তো দরশ-পরশ-কামী,
তোমারি সাধ ক'র্‌ব পূরণ—
থাক' কল্পনায়।

মনের মাঝে হয় তো আছে
অনেক ত্রুটি দোষ,
সে সব দেখে চাই না পেতে
গভীর অসন্তোষ।

মোহের কাজল দূরের থেকে
নয়নে মোর দাও না এঁকে,
সোনার স্বপন দেখ্‌ব তখন
নিবিড় নিরালায়।

৫০

ঘুমের মাঝে পরশ পাই
হৃদয়-পাতে,
স্বপন হ'য়ে দেয় সে দেখা
নীরব রাতে।

দিনের বেলা আমার মনে
ঘুমিয়ে থাকে গোপন কোণে,
আড়াল হ'তে মিলন-মালা
লুকিয়ে গাঁথে।

স্বপনে আসে আমার কাছে
আঁধার হ'লে,
নিদ্-মহলে অলখ-হাতে
আগল খোলে।

বুঝি নে তার কেমন মায়া,—
নিশায় ফেলে আপন ছায়া,
মিলিয়ে যায় মোহন ছবি
আলোর সাথে।

৫১

লোকের কাছে বুকের বেদন
গোপন ক'রে রই,
মন কাঁদে মোর সারাটি দিন—
নীরবে দুখ সই ।

যে ছিল মোর ভুবন জুড়ে
কোথায় সে আজ রইল দূরে ?
মনের মানুষ নাই রে পাশে—
কারে মনের কথা কই ?

কর্ম্মভরা দিনের শেষে
আসে যখন রাতি
তখন আমি অশ্রু-জলে
ব্যথার মালা গাঁথি ।

রুদ্ধ হিয়ার আগল খুলে
বিষাদরাশি ওঠে দুলে,
আষাঢ় মেঘের বারি-ধারা
নয়নে মোর লই ।

৫২

শ্রাবণ-রজনী ধীরে
মেঘ-কুন্তল খোলে,
বন্ধু বিরহে আজ
হৃদয়-কমল দোলে।

আমার পরাণ-পুরে
বিষাদের ছায়া ঘুরে—
সে কি আজ নিল কায়া
কাজল-আকাশ-কোলে ?

অতীতে মেঘের মুখে
প্রিয়-কথা গেছে শোনা,
আজিকার মেঘ কেন
নাহি দেয় সান্ত্বনা ?

ওগো শোন, কাছে তার
বলে এস একবার
নিবিড় বেদনা মোর
ভুবনে তুফান তোলে।

৫৩

তোমায় খুঁজে অন্ধ হ'ল
আমার নয়ন দুটি,
শুকিয়ে গেল জীবন-কুসুম
বারেক শুধু ফুটি'।

গভীর বেদন হৃদয়-তলে
নীরব ধারায় ব'হে চলে,
আনন্দেরি জগৎ হ'তে
পেলেম আমি ছুটি

দুঃখ-হরা মৃত্যু ওগো
লও আমারে ডাকি',
জুড়াও বেদন আমায় তব
শীতল কোলে রাখি'।

হিম-অধরে করুণ হেসে
দাঁড়াও আমার কাছে এসে,
জীবনখানি দিব সঁপি'
চরণতলে লুটি'।

৫৪

স্বপনে যার মধুর বাণী
পশিল তোর কানে
যাহার কথা দিবস নিশি
জাগিয়া রয় প্রাণে,—
থাকিস ব'সে গৃহের কোণে
যাহার লাগি' উদাস মনে—
সেই যে আজি এসেছে কোন্
অলখ মৃদু টানে।

শ্রান্ত রবি নিল রে ঠাঁই
দিগন্তেরি কোলে,
আকাশ ভ'রে উঠেছে ওই
তারকা-দীপ জ্ব'লে।
স্বপন আজি সত্য বেশে
সমুখে দেখ্ দাঁড়ায় এসে,
পরম ক্ষণে নয়ন মেলে
চা' রে প্রিয়ের পানে

৫৫

কাট্‌ল বুঝি বিরহেরি
নিবিড় অন্ধকার,
বন্ধু, তোমায় বারে বারে
করি নমস্কার।

আমার ব্যথার মৃণাল 'পরে
আজ সুখের কুসুম পরশ করে,—
কণ্ঠে তোমার পরাব তাই
আমার দুঃখ-সুখের হার।

পথের চিহ্ন আছে তোমার
চরণ দুটি ঘিরে,
ধুইয়ে দেব আমি যে আজ
উতল নয়ন-নীরে।

আমায় তুমি দেখ্‌বে ব'লে
আজ জীবন-বধূ ঘোম্‌টা খোলে,
মুগ্ধ তোমার চাহনি যে
আমার পরম পুরস্কার।

৫৬

স্মরণ আমি ক'র্ব না তো
বন্ধু তোমার নাম,
শুধু চিত্ত আমার থাকুক্ জুড়ে
তোমার দৃষ্টি অবিরাম।

নাই যে আমার নামের মায়া,
আমি দেখ্‌ব কেবল চোখের ছায়া ;
ওই তো আমার পরশ-মণি—
আমি ওরেই দেব দাম।

রাখ্‌ব কোথায় ওই চাহনি
শুধাই ফিরে ফিরে,
থাকুক্ ও মোর সমস্ত মন
সব চেতনা ঘিরে।

চাঁদের আলো স্বপ্নাবেশে
যেমন ধীরে ধরায় মেশে—
তেম্‌নি মূর্চ্ছাহত দৃষ্টি তোমার
আমার চিত্তে মিশালাম।

৫৭

আজিকে তনু ঘিরে অমৃত-ধারা ফিরে—
তুমি যে কাছে মোর
এসেছ,
তাই তো আঁখি-কোলে স্বপন-মায়া দোলে—
মিলায়ে চোখে চোখ
হেসেছ।
তোমার খুশী তরে কণ্ঠে সুধা ঝরে,
জ্ব'লেছে আলো মনো-
কাননে,
তোমারি কথা ওই শ্রবণ ভ'রে লই—
তাই তো ফোটে হাসি
আননে।
আমার আঁখি-আগে কী নব অনুরাগে
আজিকে তুমি প্রিয়
ভেসেছ,
পুলকে অনুখণ দুলিছে মম মন ;
তুমি যে ভাল মোরে
বেসেছ।

৫৮

নতুন ক'রে হোক্ পরিচয়
তোমার সনে,
নয়ন আমার দেখুক্ আজি
আপন জনে।

সুরের জালে আমায় ঘিরে
হারানো-ধন এলে ফিরে,
প্রাণ-প্রতিমা এলে প্রাণের
অন্বেষণে।

আজ্‌কে ওগো বাতাস আনে
কার বারতা,
শ্রাবণ-ধারায় বাজে কাহার
মনের কথা।

নতুন ক'রে চোখের কোলে
মায়া-কাজল আবার দোলে,
একি নেশা লাগালে আজ
আমার মনে?

৫৯

উৎসবেতে দিলেম কারে
কনক অলঙ্কার,
দিয়েছি বা কারেও আমি
শোভন উপহার।

কেউ যে খুশী লভি' সে ধন,
উজল দেখি কারও আনন,
আনন্দে মোর কাটে মনের
অতল অন্ধকার।

তোমায় আমি দিলেম কিবা
জান্‌তে সবাই চায়,
মূল্য দিয়ে কেনা জিনিস
সাজে কি ওই গায়?

দিলেম বেদন পুলক-রাশি—
আমার আশা অশ্রু হাসি,
তোমার পায়ে সঁপেছি প্রাণ
আমার তাই তো অহঙ্কার।

৬০

তোমায় ছেড়ে যাব এবার
ক'রেছি এই পণ,
নইলে যে গো আজ্‌কে আমার
ভরে না আর মন।
নাই যে কিছু পাওয়ার মাঝে,
সে যে কাঁটার মত বক্ষে বাজে,
কী শূন্যতা লাগে আমার
চিত্তে অনুক্ষণ।

আপন হ'তে তোমায় আমি
দিলেম ছেড়ে আজি,
ত্যাগেরি সুর বুকের বীণায়
উঠুক্ এবার বাজি'।
থাক্‌ব না আর মোহের ঘোরে,
আমি সফল হ'ব এম্‌নি ক'রে,
ধ্যানের লোকে পাব তোমায়
আরাধনার ধন।

৬১

হারাই নি তো তারে আমি—
র'য়েছে মোর কাছে,
আমার মনের গোপন-লোকে
মিলিয়ে সে যে আছে।

সেই আমারি হৃদয়বাসী
আমার ফোটায় মুখে মধুর হাসি,—
চোখের আলো হ'য়ে সে যে
নয়নে মোর নাচে।

জানিস্ না তো কিছুই তোরা—
পাস্ না আভাস তার,
এমন ক'রে তাই আমারে
শুধাস্ বারে বার।

আছে সে মোর প্রাণ-কমলে,
সদাই আমার সঙ্গে চলে,
সেই আমারে চালায় যে রে
থেকে আমার পাছে।

৬২

ভাবিস্ তোরা একলা দিবস
কাটাই কেমন ক'রে,
জান্‌লি না তো সে যে আমার
র'য়েছে মন ভ'রে।

সেই তো আমার বুকের কাছে
প্রাণ হ'য়ে আজ মিলিয়ে আছে,—
বেঁধেছে রে সে যে আমায়
অলখ-প্রীতির ডোরে।

কেমন ক'রে দেখ্‌বি তোরা—
তোদের নাই যে তেমন চোখ,
তারে পেয়ে ধন্য হ'ল
আমার চিত্ত-লোক।

পরশ-পুলক চাই নে আমি,
চোখের চাওয়া গেছে থামি';
ধ্যানে তারে পেয়েছি আজ,
যায় না সে আর স'রে

৬৩

স্তব্ধ রাতে চিত্ত আমার
সুপ্তি-সোপান-পারে
দাঁড়াল আজ এসে এ-কোন্
স্বপন-পুরীর দ্বারে।

যারে আমি চেতন-লোকে
পেলেম না হায় দেখ্‌তে চোখে—
সেই আকাঙ্ক্ষিতের মিল্‌ল দেখা
ঘুম-দেশেরি ধারে।

তারে বস্তু-লোকে নাই মিলিল—
দুঃখ তাহে নাই,
স্বপ্ন-লোকে পাশে তারি
হ'য়েছে মোর ঠাঁই।

তাই তো আজি এক নিমেষে
বিষাদ আমার হর্ষে মেশে ;
ওগো এম্‌নি ক'রে রজনী যায়
স্বপন-অভিসারে।

৬৪

হ'ল যে মোর অহঙ্কারের
এবার অবসান,
লোভ ক'রেছি—তাই তো পেলেম
নিবিড় অপমান।

হাত বাড়িয়ে অনেক দূরে
মরেছি যে মিথ্যে ঘুরে—
দুরাশা মোর তাই শোনাল
পরাজয়ের গান

চাই নে ওগো দু'হাত ভ'রে
আমি চাই নে রতন মণি,
কান পেতে রোজ শুন্‌ব শুধু
তোমার অলখ চরণ-ধ্বনি।

আজ্‌কে আমি অবহেলে
লোভকে আমার দিলেম ঠেলে,
ফিরিয়েছি মুখ—এবার তুমি
কর পরশ দান।

৬৫

কেমন ক'রে জীবন আমার
সহজ স্রোতে বয়—
দুঃখ আজি আমার কাছে
দুঃখ শুধু নয়।
এ-জীবনের বেদন যত
হ'ল যে আজ সুধার মত,
বাসনা-বিষ নাই তো রে আর—
হ'য়েছে তার ক্ষয়।

আমি কেমন ক'রে জানাই তোদের
পেলেম দেখা কার,
কে সে আমার ঘুচিয়ে দিল
হিয়ার অন্ধকার।
অশরীরী অরূপ তিনি,
ধ্যানের আলোয় তারে চিনি,
আপ্‌নি এসে প্রাণের সাথে
ক'র্‌ল পরিচয়।

৬৬

একে একে সব কামনা
হয় যে আমার ক্ষয়,
তাই তো এবার তোমার সাথে
ঘট্‌ছে পরিচয়।

যে আঘাতে চোখের কোলে
ক্লান্ত করুণ বিষাদ দোলে—
সেই অশ্রু আমার মুক্তা হ'য়ে
ওই কমল-পায়ে রয়।

ওগো তোমায় আমি দেবার মত
কিছুই নাহি পাই,
ব্যর্থতা মোর তোমার পায়ে
পায় যেন আজ ঠাঁই।

হয় নি সফল যে সব আশা,
যে ভাব মম পায় নি ভাষা—
তোমার প্রসাদ পেলে তারা
ধন্য যে আজ হয়।

৬৭

আমি শুন্‌ব না তো কারও কথা,
মান্‌ব না কো মানা,
সঙ্কেতে তাঁর চালাই শুধু
আমার পরাণখানা।

অন্তরেতে আছেন যিনি
তাঁর নির্দ্দেশেতে তাঁরে চিনি ;
হবে না ভুল, সত্য-পথে
হবে জীবন আনা।

আমি একলা নহি, আমার মাঝে
পেয়েছি কার দেখা,
কার মধুর পরশ চিত্ত-কোষে
হ'য়েছে আজ লেখা।

একা থেকেও তাই তো আমি
পূর্ণ আছি দিবস-যামী,
সাধন-পথে তাঁর সাথেতে
চল্‌ছে চেনা জানা।

৬৮

যদি আমার জীবন মাঝে
তোমায় নাহি পাই
আমার দুঃখ তাহে নাই।

সাধন যদি থাকে তবে
কামনা মোর পূর্ণ হবে,
প্রাপ্য যদি হয় গো মম
পূর্বে প্রার্থনাই।

জোর ক'রে এই সংসারেতে
পাওয়া কি সব যায়?
হৃদয় ভরে ব্যর্থতায়।

কৌশলেতে দুর্লভেরে
পেতে এ-মন চায় না যে রে—
কৃপা-কণায় নাই অভিলাষ,
খেদ করি না তাই।

৬৯

বাহির থেকে দুঃখ যত
আঘাত করে প্রাণে—
ততই যেন কে আমারে
তোমার কাছে আনে।

চিত্ত যখন মগন সুখে
চাই নি ওগো তোমার মুখে—
তখন প্রভু তোমার বাণী
পশে নি মোর কানে।

আঘাত পরে আঘাত আসে—
সুখ যে স'রে যায়,
স্বপন-কুসুম ঝ'রে ঝ'রে
লুটায় বেদনায়।

সংসারেরি দুঃখে তাপে
লতার মত এ-মন কাঁপে,
তাই কি তুমি জীবন আমার
টানছ তোমার পানে ?

৭০

দুঃখ, তোমায় ভক্তিভরে
জানাই নমস্কার,
আন্‌লে আমায় সত্য-পথে—
ভাঙ্‌লে অহঙ্কার।

সুখের দিনে দূর অতীতে
নিলেম কেবল, চাই নি দিতে,—
তৃপ্তি তবু হয় নি জানি
আমার আকাঙ্ক্ষার।

তখন আমি বুঝি নি যে
হয় না নিয়ে সুখ,
সকল দিয়ে রিক্ত হ'লে
তবেই ভরে বুক।

অমল হ'লেম অশ্রু ফেলে,
বেদন নিলেম হৃদয় মেলে,
দুঃখ যে তাই কণ্ঠে আমার
হ'লে অলঙ্কার।

৭১

যে কালিমা ছিল আমার
হৃদয়খানি ঘিরে
তোমার পরশ লভি' সে আজ
বিমল হ'ল ফিরে।

যা কিছু মোর সাম্‌নে দিলে
ভেবেছি সুখ তাতেই মিলে,
ভ'র্‌ল না মন—তাই তো আবার
ভাসি নয়ন-নীরে।

কেমন ক'রে ব'দ্‌লে গেল
জীবন-স্রোতের ধারা,
তোমার ধ্যানে আজ্‌কে আমার
আত্মা আত্মহারা।

সকল ঠেলে দিলেম ব'লে
অন্তরে দীপ উঠ্‌ল জ্ব'লে,
ভোগেতে নয়, হরষ ত্যাগে—
বুঝেছি আজ ধীরে।
